সমকাল

তারিখ 15 AUG 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

গোডাউনে বন্যার পানি

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের বিপুল পরীক্ষার খাতা নষ্ট

■ দিনাজপুর প্রতিনিধি

বন্যার পানিতে দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের গোডাউন ডুবে গিয়ে আগামী জেএসসিসহ বিভিন্ন পরীক্ষার খাতা ও ওএমআর ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। এতে রংপুর বিভাগের আট জেলার শিক্ষার্থীদের নিয়ে আগামী জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠান মহাসমস্যার মধ্যে পড়েছে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড।

দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, আগামী ১ নভেম্বর থেকে জেএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। এবার রংপুর বিভাগের আট জেলা থেকে মোট দুই লাখ ৩৮ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী এই পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। এ পরিমাণ শিক্ষার্থীর জন্য প্রায় ৪০ লাখ খাতা প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা বোর্ডের বড়বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় অবস্থিত গোডাউনে গত মার্চ মাস থেকে জেএসসি পরীক্ষার খাতা তৈরির কাজ চলছিল। এরই মধ্যে প্রায় ২০ লাখ খাতা তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ২০ লাখ খাতা তৈরির কাজ চলছিল। ওইসব গোডাউনে তৈরিকৃত দুই কোটি টাকার ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

খাতা ছাড়াও প্রায় তিন কোটি টাকার কাগজ মজুদ করা ছিল। আর আগামী এসএসসি পরীক্ষার জন্য ওএমআর শিট ছিল প্রায় দুই কোটি টাকার।

কিন্তু হঠাৎ করে দিনাজপুর শহররক্ষা বাঁধ ভেঙে শহরের ভেতরে পানি প্রবেশ করায় বড়বন্দর এলাকায় অবস্থিত দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের গোডাউনের তিনটি ঘরে রাখা এসব খাতা ও ওএমআর শিট ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। এতে করে এসএসসি পরীক্ষার ওএমআর শিট নতুন করে গ্রহণ করা সম্ভব হলেও জেএসসি পরীক্ষার খাতা নিয়ে বিপাকে পড়েছে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। বিশেষ করে আগামী জেএসসি পরীক্ষার জন্য যেসব খাতা তৈরি হয়েছে তা আগামী দু'মাসের মধ্যে তৈরি করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে আর্থিক বিষয়টিও জড়িত রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের গোডাউন রক্ষক মমিনুল ইসলাম জানান, গোডাউনের চারপাশে সীমানা প্রাচীর থাকায় এ যাবত যে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল তা সেচে গোডাউনের বাইরে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে; কিন্তু হঠাৎ করে শহররক্ষা বাঁধ ভেঙে শহরে পানি প্রবেশ করায় শিক্ষা বোর্ডের গোডাউনের তিনটি কক্ষে রক্ষিত খাতা ভিজে গেছে।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মাসুদ আলম জানান, অনেক চেষ্টা করেও গোডাউনে থাকা খাতা ও ওএমআর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পানির চাপের ফলে গোডাউনের প্রাচীর ভেঙে ভেতরে পানি প্রবেশ করেছে। ফলে গোডাউনে থাকা খাতা ও ওএমআর নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি জানান, এসব খাতা কোনোভাবেই পরীক্ষায় ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক রাকিবুল ইসলাম জানান, পানিতে ভিজে প্রায় সাত থেকে ১০ কোটি টাকার খাতা, খাতার কাগজ ও ওএমআর শিট নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন করে খাতা তৈরি করা সম্ভব না হলেও রেডিমেড খাতা দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব। তবে রেডিমেড খাতার মূল্য বেশি। তাছাড়া বর্তমানে শিক্ষা বোর্ডের এ অবস্থায় সরকারি অনুদান ছাড়া নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খাতা ক্রয় করা সম্ভব নয়। তিনি জানান, সরকারি অনুদান না পেলে অল্প সময়ের মধ্যে খাতা তৈরিও সম্ভব নয় বা রেডিমেড খাতা ক্রয় করে জেএসসি পরীক্ষা বাস্তবায়ন বা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।